দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 FEB 2008
পৃষ্ঠা 12 কলাম

তিবন্ধীদের স্কুলের ম পরিবর্তন রা হচ্ছে

নীন আখতার ॥ পরিমার্জিত শব্দ ব্যবহার করে বন্ধীদের স্কুলের নামে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। মূক ও । এবং অন্ধ স্কুলের পরিবর্তে লেখা হবে শ্রবণ ও বাক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী স্কুল। সমাজসেবা অধিদফতর সূত্র য় 'প্রতিবন্ধীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে এ বর্তনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। চলতি মাসে সরকারের ই পাঠানো হবে এ প্রস্তাব। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন এ বর্তনের ফলে সময়ের সঙ্গে চাপা পড়ে যাবে অসহায় বন্ধীদের প্রতি ছুড়ে দেয়া বোবা, কালা, কানা, পাগলের া অসম্মানজনক প্রচলিত শব্দ।

ষ্টরা জানান, প্রতিবন্ধীদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বিগত কারগুলোর আমলে এ স্কুলগুলোর নাম পরিবর্তনের দাবি শা হলেও তা কখনও আমলে নেয়া হয়নি। এ নিয়ে জসেবা অধিদফতরের সঙ্গে সংগঠনগুলো কয়েক দফা কও করেছে। তবে পরিবর্তিত নামের জন্য স্কুলগুলোর জট বরাদ্দের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে হবে । অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে কখনও এ ব্যাপারে

(৩ পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

প্রতিবন্ধীদের স্কুলের

১২-এর পাতার পর) আগ্রহ দেখানো হয়নি।

সমাজসেবা অধিদফতর জানায়, এ প্রস্তাব ৃহীত হওয়ার পর অধিদফতর পরিচালিত াকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ফরিদপুর, সিলেট, চাঁদপুর ও বরিশাল—এ সাতটি জেলার সাতটি মূক ও বধির স্কুলের নাম পরিবর্তন করে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী রাখা হবে। পরিবর্তন হবে বিভাগীয় শহর ঢাকা, ট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালের পাঁচটি অন্ধ স্কুলের নামও। এছাড়া ৬৪ জেলায় সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কর্মসূচীর ক্ষেত্রে মন্ধের স্থলে ব্যবহৃত হবে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শব্দটি।

সমাজসেবা অধিদফতরের অতিরিক্ত পরিচালক জুলফিকার হায়দার জনকণ্ঠকে বলেন, ইতোমধ্যে এ প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে। চলতি মাসেই তা সরকারের কাছে পাঠানো হবে। ১৯৬২ সাল থেকে স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ শব্দগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ২০০১ সালের প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনে এসব শব্দের পরিমার্জিত রূপ ব্যবহার করা হলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তা স্বীকৃতি পায়নি। আমরা একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে প্রস্তাব তৈরি করছি।

এ প্রসঙ্গে এ্যাকশন অন ডিজ্যাবিলিটি এ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (এডিডি) কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মোশাররফ হোসেন জনকণ্ঠকে বলেন, এটা আমাদের বহুদিনের দাবি ছিল। সবসময় তা উপেক্ষিত হয়েছে। সমাজসেবা অধিদফতরের এ উদ্যোগ ইতিবাচক। অতিসত্বর এর বাস্তবায়নের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে যেসব প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে তা মোটেও সম্মানজনক নয়। মূক, বধির, কানা, পাগল, ল্যাংড়া শব্দগুলোকে গালি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মানুষ হিসাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য এটি চরম অপমানজনক আর সরকারীভাবে কোন প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি তা ব্যবহার করা হয় তবে তা আরও ভয়ঙ্কর। তাই আমাদের দাবি ছিল এ শব্দগুলোর পরিমার্জিত রূপ যেন ব্যবহার করা হয়। অন্ধের পরিবর্তে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, বধিরের স্থলে শ্রবণ প্রতিবন্ধী এ শব্দগুলো সাধারণের কথোপকথনের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এটা অভ্যাসের